১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২ ......

বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীর রোল নম্বরের কোন হদিস নেই

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টশীটে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর রোল নম্বরের কোন হদিস নেই। এর মাঝে রাজধানী ঢাকার নামী কলেজের ছাত্রছাত্রীও রয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় স্টার পাওয়া এমনকি সাড়ে আট শ' থেকে ৮৭৫ নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীও প্রকাশিত ফলে তাদের রোল নম্বর খুঁজে পাচ্ছে না। এসকল ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা এখন চরম উদ্বেগের মাঝে আছেন।

উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা আসল ঘটনা জানার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগ এইচএসসি পরীক্ষার ফল তৈরি করেছে। কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিভাবকদের বলা হয়, পরীক্ষার ফল বোর্ড অফিসে জমা দিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের এই মুহূর্তে করণীয় কিছু নেই। উদভ্রান্ত পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বোর্ড অফিসে ছুটে গেলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেন, কম্পিউটারে ভুলের কারণে পাস করা পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরও রেজাল্টশীটে নাও উঠে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে সংশোধনী করা হবে, তবে সময় লাগবে। গত রাতে কয়েকজন অভিভাবক জনকণ্ঠে টেলিফোন করে বলেন, পরীক্ষার ফল নিয়ে এ ধরনের হয়রানি করা হচ্ছে কেন? কম্পিউটারের ভুল-ভ্রান্তির দায়িত্ব পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ওপর বর্তাবে কেন। তাঁরা আরও প্রশ্ন রাখেন, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা রেজাল্টশীটে রোল নম্বর না পাওয়ায় তাদের মানসিক অবস্থা কি হতে পারে তা কি একবার বোর্ড বা বুয়েট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন। রাজধানীর ঢাকা কলেজ, নটরডেম, আদমজী, শাহীন ও সিদ্ধেশ্বরী কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজের কয়েক শ' মেধাবী পরীক্ষার্থী তাদের রোল নম্বর খুঁজে পাননি বলে জানা গেছে।

বরিশাল থেকে আমাদের রিপোর্টার শওকত মিল্টন জানান, বরিশাল শহরের একমাত্র সরকারী মহিলা কলেজে মঙ্গলবার সকালে ছাত্রীদের কান্না-কাটিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। এই কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের দু'শ' ১২ ছাত্রীর ফল প্রকাশিত হয়নি। এই ২১২ জনই চলতি বছরের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।

কলেজের কাছে প্রেরিত কম্পিউটারে প্রস্তুত মার্কশীটে এদের রোল

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

বহু মেধাবী

(প্রথম পাতার পর)

নম্বর ছিল না। উদ্বিগ্ন অভিভাবক এবং কলেজের শিক্ষকবৃন্দ যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে যোগাযোগ করেন। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল ওয়াহেদ জনকণ্ঠকে জানান, 'বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফল অপ্রকাশিত রাখেনি। তিনি কম্পিউটারে সম্ভাব্য গোলযোগের আশঙ্কা ব্যক্ত করে কম্পিউটার কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে বলেন। কিন্তু কম্পিউটার কেন্দ্রে যোগাযোগ করে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত কম্পিউটারের ভুলের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।' এদিকে উদ্বিগ্ন অভিভাবকবৃন্দ কন্যাদের নিয়ে ভয়ে আছেন। ফল অপ্রকাশের কারণে ছাত্রীরা অভিমানের বশবর্তী হয়ে দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন।